International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Issue-II, March 2023, Page No.18-24
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.i2.2023.18-24

হিমালয় সংলগ্ন উত্তর ভারতের বিভিন্ন নদ নদীর নামের উৎপত্তি রহস্য উদ্ঘাটন

কনক চন্দ্র সরকার
অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
The rivers in Himalayan region of northern India are known in different beautiful names like Ganga, Yamuna, Gandok, Koshi, Teesta, Torsha, etc. The primary idea was that the names come from Sanskrit language. But most such names have no direct connection in Sanskrit. The river names do not bear any meaning in Sanskrit language. Virtually the river names like Ganga, Teesta, Torsha, Koshi, Gandok are influenced by Sanskrit accent only. On enquiry it is found that the river names originate from sounds of the water flow. The Sanskrit term 'Nadi' or 'Nodi' (meaning the River) it originates from 'Nad' or 'Naad' meaning sound. Hence the Sanskrit term 'Nadi' or 'Nodi' means streams which flows with sound. Thus river Ganga flows with 'Gong' 'Gong' sound and river Teesta flows with 'Tees', 'Tees' sound. River Kulik flows with 'Kul' 'Kul' or 'Kal' 'Kal' sound. Thus most river names in Himalayan region are acquired from its sound as cached and captured by local inhabitants. But few river names are imposed meaningful names in Sanskrit language like Brahmaputra, Bhagirathi which are given by local king or literary persons.

Key Words: River Names, Origin of River Names, Origin of Ganga, Origin of Teesta, Himalayan Rivers.

হিমালয় সংলগ্ন উত্তর ভারতে বহুসংখ্যক নদ-নদী রয়েছে। নদীগুলি সুন্দর সুন্দর নামে আখ্যায়িত যেমন গঙ্গা, যমুনা, কোশি, গণ্ডক, তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা, প্রভৃতি। প্রাথমিক ভাবে অনুমান যে এই নামগুলি স্থানীয় সংস্কৃত ভাষাজাত। স্থানীয় রাজা বা শাসক (Authority) অথবা পণ্ডিত কবি বা সাহিত্যিকরা (Litterateur) সংস্কৃতভাষা থেকে নদীগুলির সুন্দর, শ্রুতিমধুর নামকরণ করেছেন, (যেরকম নবজাতক সন্তানের নামকরণ করা হয়) এটাই সাধারণ ধারণা। কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে দেখা যায় যে উক্ত নদি নামগুলির বেশিরভাগ (গঙ্গা, কোশি, তিস্তা, তোর্সা, প্রভৃতি) কোনোভাবেই সংস্কৃত বা কোনো স্থানীয় ভাষাতে সম্পর্কযুক্ত নয়। সংস্কৃত বা কোনো স্থানীয় ভাষার অর্থবাহী কোনো শব্দ নয়। নদী নামগুলির গঠন সংস্কৃত শব্দের অনুরূপ, এটুকু যা মিল। নদী নামগুলির অন্ত প্রত্যয় অর্থাৎ শব্দের পরিশেষে আ, ই, উ, প্রভৃতি যেমন তিস্তা, তোর্সা, গঙ্গা, যমুনা, প্রভৃতি সংস্কৃত উচ্চারণে প্রভাবিত মাত্র। কিন্তু মূল শব্দ (তিস্তা, তোর্সা, গঙ্গা, যমুনা) সংস্কৃত ভাষায় অর্থহীন।

পদার্থ বিজ্ঞানের 'বিশৃঙ্খল তত্ত্ব' বা Chaos Theory প্রয়োগ করতেই দেখা যায় সমাধান বেরিয়ে আসে। নদী নামগুলির উৎপত্তি রহস্য জানা সম্ভব হয়। প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা ও কার্য-কারণ সম্পর্ক অনুসন্ধানে "বিশৃঙ্খল তত্ত্বের" (Chaos Theory) প্রয়োগ বিজ্ঞানে স্বীকৃত। মানুষ যখন নবজাতক সন্তানের নামকরণ করে তারও একটা পটভূমিকা থাকে, একটা কার্য কারণ সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। নদী-নাম উৎপত্তির ক্ষেত্রেও এরকম সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে "বিশৃঙ্খল তত্ত্বের" (Chaos Theory) প্রয়োগ ফলপ্রসূ হয়।

স্বর বা ধ্বনি (Sound) থেকে শব্দের উৎপত্তি: স্বর বা ধ্বনি (Sound) থেকে শব্দের উৎপত্তি হয়। সংস্কৃত "নদী" শব্দের উৎপত্তি 'নাদ' (Sound or শব্দ) থেকে। যা নাদ (শব্দ) করে প্রবাহিত হয় তাই নদী। অর্থাৎ নদী অর্থে যা শব্দবতী। তেমনি গঙ্গা নদী নামের উৎপত্তি "গং গং" বা "গম গম" (Sound) ধ্বনি থেকে। যা "গং গং" বা গম গম শব্দে প্রবাহিত হয় তাই গঙ্গা। পার্বত্য অঞ্চলে বা এমনকি সমতলেও বর্ষা ও বন্যা কালে নদী তীব্র শব্দে প্রবাহিত হয়। আগে যখন যান্ত্রিক সভ্যতা ছিল না তখন নদীর শব্দ দূর থেকে শোনা যেত। তাই নদীস্রোতের শব্দ থেকে বহু নদীর নামের উৎপত্তি। তার কিছু ব্যতিক্রমী উদাহরণ নেয়া যাক।

"কলকল" শব্দে বহে তাই কুলিক নদী (রায়গঞ্জ, দিনাজপুর জেলা), বর্ষাকালে জল "ঢক ঢক" শব্দে বহে তাই জলঢাকা নদী (জলপাইগুড়ি)। ঢাকের মতো "ঢক ঢক" শব্দ থেকে উৎপত্তি রায়ঢাক নদী (উত্তরবঙ্গ) ও ঢাকসি নদী (কোচবিহার)। প্রাচীনকালে রাজ কর্মচারী ঢাক পিটিয়ে খাজনা আদায়ের তাগাদা দিত। তাকে বলা হত রায়ঢাক (রাজার ঢাক)। তেমন ভাবে বর্ষাকালে প্রবল জলরাশি ঢাকের মতো শব্দ উৎপাদন করতো তাই বলা হয় রায়ঢাক নদী।

"ঘড় ঘড়" শব্দে বহে তাই ঘড়ঘড়িয়া নদী (কোচবিহার)। তেমনি জমজম, যমযম বা ঝমঝম শব্দ থেকে 'যমুনা' নামের উৎপত্তি। অনেকে ব্যাখ্যা করে বলেন যে যমুনা শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত শব্দ 'যম' (Twin) থেকে। যেহেতু এ নদী গঙ্গার সমান্তরাল প্রবাহিত। তাই 'যম' (Twin) থেকে যমুনা শব্দের উৎপত্তি। কিন্তু হিমালয় সংলগ্ন অন্যান্য নদী নামের উৎপত্তির সঙ্গে সামগ্রিক বিচারে এ ব্যাখ্যা কম যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয়।

অনেকে মনে করেন 'গঙ্গা' শব্দের উৎপত্তি গমন করা (Swift Goer) থেকে । কিন্তু তা কম যুক্তিগ্রাহ্য। বরং গং গং শব্দে বহে তাই গঙ্গা। ভাষা বিজ্ঞানের যুক্তিতে ও সামগ্রিক বিচারে এটা অনেক বেশি যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য।

ভাষা তত্ত্ব (Linguistics and Phonology) তে একে বলে টোনাল (Tonal) অর্থাৎ স্বর গত বা ধ্বনি গত শব্দ। টোনাল (Tonal) শব্দের কিছু উদাহরণ দেয়া হলো। যেমন 'হাম্বা' 'হাম্বা' ডাকে তাই গরুকে 'হাম্বো' বলে, 'ম্যাও', 'ম্যাও' ডাকে তাই বিড়ালকে 'ম্যাও' বলে। দরজা 'খটখট' করে, টেলিফোন 'রিং রিং' করে, মেশিন 'বীপ বীপ' করে। ভাষাতত্ত্ব অনুযায়ী স্বর বা ধ্বনি এভাবে শব্দে পরিণত হয়।

একটা (একই) স্বর বা ধ্বনিকে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে (Tonal Catch) শব্দগ্রহন করতে পারে। এর সঠিক উদাহরণ হলো গার্গল (Gurgle) বা কুলকুচা। মুখে জল নিয়ে আন্দোলন (কুলি) করলে একটা শব্দ উৎপন্ন হয়। একই শব্দ (বা ধ্বনি) ইংরেজিতে গার্গল বলে (Tonal Catch) শব্দগ্রহন করে। বাংলায় কুলকুচা বলে (Tonal Catch) শব্দগ্রহন করে। নদীর জলস্রোত বা জলপ্রবাহ একই রকম

হলেও তা ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ও সংস্কৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আবির্ভুত (Tonal Catch) ও উচ্চারিত হয়। তাই ভিন্ন ভিন্ন নদীর ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ সম্ভব হয়।

আবার,নদীর আকৃতি (Size) ও প্রকৃতি (Elevation) অনুযায়ী জলপ্রবাহের শব্দ বা ধ্বনিও নানা রূপ হতে পারে। গঙ্গার বিপুল জলরাশি ও প্রবাহ যে আওয়াজ (গং গং) উৎপন্ন করে সেখানে ছোটো, সরু কুলিক নদীর ক্ষীণ জলপ্রবাহ ভিন্নরূপ (কলকল) ধ্বনি উৎপন্ন করে থাকে। সেই শব্দকে স্থানীয় ভাষাতে অধিবাসীরা যে ভাবে (Tonal Catch) শব্দগ্রহন করে সেভাবে নদী নামের উৎপত্তি হয়। তাই নানা রূপ ধ্বনি থেকে নানাবিধ নদী নামের উৎপত্তি হয়েছে। তারপর সেই ধ্বনিজাত শব্দটিকে স্থানীয় ভাষার (Frame) কাঠামোতে ফেলে নদীনাম গুলির উৎপত্তি হয়েছে। যেমন টিস্ টিস্ বা তিস তিস শব্দে বহে তাই তিস্তা নদী, গং গং বা গম গম শব্দে বহে তাই গঙ্গা নদী। নদীকে স্ত্রী বাচক বিষয় বা বস্তু মনে করা হয় সাধারণত, তাই স্ত্রী বাচক প্রত্যয় যুক্ত হয়ে তিস্তা, গঙ্গা বা এরকম নামের উৎপত্তি হয়েছে।

তবে সব নদীর নাম স্বর বা ধ্বনি (Sound) থেকে আসে নি। যেমন ব্রহ্মপুত্র, ভাগীরথী, এসব আরোপিত (IMPOSED Name) নাম, তাই অর্থবাহী ও স্থানীয় ভাষাতে সম্পর্কিত। সমতলের নদী স্রোতহীন, শব্দহীন তাই নামও আরোপিত। অর্থাৎ নদ-নদীর নামকরণ মূলত দুই ভাবে উৎপত্তি হয়েছে, যথা অর্জিত (ACQUIRED Name) নাম এবং আরোপিত (IMPOSED Name) নাম। অর্জিত নদী নামগুলি মূলত জলপ্রবাহের শব্দ বা ধ্বনি (Tonal) থেকে উৎপত্তি হয়েছে। যার মধ্যে এক ধরণের শৃঙ্খলা (Order) ও একরূপতা (Uniformity) পাওয়া যায়। অন্যদিকে আরোপিত নামগুলি ঐতিহাসিক ভাবেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানুষ কতৃক আরোপিত। তাই সেগুলির উৎস বৈচিত্রময়, কতকগুলি নদীনাম তুলনাত্মক, কতকগুলি বস্তুগত, কতকগুলি চরিত্রগত, কতকগুলি দৈবিক বা পৌরাণিক। এই বৈচিত্র্য ব্যাখ্যায় বিশৃঙ্খল তত্ত্বের প্রয়োগ খুবই প্রাসঙ্গিক ও যুক্তিযুক্ত।

পদার্থ বিজ্ঞানের 'বিশৃঙ্খল তত্ব' অনুযায়ী প্রাকৃতিক যে কোনো ঘটনা বা সৃষ্টির মূল বৈশিষ্ট হলো বিশৃঙ্খলা বা নৈরাজ্য (Chaos)। প্রকৃতিতে যেমন শৃঙ্খলা (Order) দেখা যায় আবার বিশৃঙ্খলাও (Disorder) দেখা যায়। তবে সামগ্রিকভাবে প্রাকৃতিক ঘটনার পেছনে রয়েছে চরম বিশৃঙ্খলা (Chaos)। মানুষের কথ্য ও ব্যবহৃত ভাষা মূলত একটি প্রাকৃতিক সৃষ্টি। তাই ভাষা, শব্দ, নামকরন, এসব বৈচিত্র্যময় হতে বাধ্য। এটাকে বলা যায় বিশৃঙ্খলাময় বৈচিত্র্য (Chaotic Diversity)। এটা শব্দবিজ্ঞানে ও ধ্বনিবিজ্ঞানে বিশৃঙ্খল তত্ত্বের (Chaos Theory) একটা সফল ও যুক্তিযুক্ত প্রয়োগ। কেননা বিশৃঙ্খল তত্ত্বের মূল কথা হলো সর্বত্র একই রকম শৃঙ্খলা (Order) না থাকা।

আরোপিত নদী নামের নানারূপ উৎস বা উৎপত্তি খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন কিছু কিছু আরোপিত নাম সংশ্লিষ্ট নদীর চরিত্র অনুযায়ী পাওয়া যায়। যেমন ইছামতি নদী, পাগলা নদী প্রভৃতি। কিছু নাম পাওয়া যায় যেগুলি তুলনা বা উপমা মূলক। যেমন ময়ূরাক্ষী নদী, কপোতাক্ষ নদ, প্রভৃতি। কিছু নদী নাম পাওয়া যায় যেগুলি উৎস বা মূলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেমন কাবেরী নদী, নর্মদা নদী, প্রভৃতি। কিছু নাম পাওয়া যায় যেগুলি বস্তুভিত্তিক যেমন শিলাবতী নদী, বালাসন নদী, প্রভৃতি। বাকি সব এবং সব থেকে বেশি সংখ্যক নদ-নদী নাম হিন্দু দেব-দেবতার ও পৌরাণিক চরিত্রের নাম থেকে উৎপত্তি।

আরোপিত নামে বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, সংস্কৃত ভাষার কবি বা সাহিত্যিকরা (litterateur) অথবা স্থানীয় (Authority) রাজা বা শাসক সংস্কৃত ভাষা থেকে অথবা হিন্দু দেব-দেবীর বা পৌরাণিক চরিত্রের নাম থেকে

হিমালয় সংলগ্ন সমতলের নদীগুলির সুন্দর, শ্রুতিমধুর নামকরণ করেছেন বা সেগুলি ব্যবহার করেছেন । যেমন ব্রহ্মপুত্র, ভাগীরথী নদীর নাম প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ও সাহিত্যে (Traditional Sanskrit Literature) প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় । তাই এগুলি আরোপিত (Imposed) নাম। বেশিরভাগ আরোপিত নাম হিন্দু দেব-দেবীর নামে পাওয়া যায়। শাস্ত্রে তেত্রিশ কোটি দেবতার কথা বলা আছে। নদীকেও হিন্দুরা দেবতুল্য এবং পবিত্র সত্তা মনে করে। শাস্ত্রে বর্ণিত নানা দৈবিক চরিত্রের নামেও নদ-নদীর নাম পাওয়া যায়। যেমন মনসা মঙ্গলে বর্ণিত বেহুলা চরিত্র অনুসারে বেহুলা নদী যার থেকে পরবর্তীকালে কলকাতার বেহালা (স্থান) নামের উৎপত্তি।

প্রসঙ্গত দক্ষিণ ভারতের নদ-নদী গুলিও বেশিরভাগ আরোপিত নামে আখ্যায়িত। যেমন কৃষ্ণা, কাবেরী, নর্মদা, তাপ্তি, গোদাবরী, মহানদী, প্রভৃতি। সবগুলি না হলেও কিছু কিছু দক্ষিণ ভারতীয় নদী নামের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা সম্ভব। যেমন কৃষ্ণা বা কৃষ্ণ নদী নামের উৎপত্তি হিন্দু দেবতা বা পৌরাণিক চরিত্র কৃষ্ণ থেকে। ব্রহ্মার আর এক নাম গদাধর। গদাধর বা গদাধারী শব্দ দক্ষিণ ভারতীয় উচ্চারণে গোদাবরীতে রূপান্তরিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে গোদাবরী দক্ষিণ ভারতে হিন্দুদের সব থেকে পবিত্র নদী বলে বিবেচিত। মহানদী নাম সরাসরি সংস্কৃত ভাষা থেকে উৎপত্তি। কাবেরী নামটি স্থানবাচক। 'তালকাবেরি' হ্রদ থেকে উৎপত্তি তাই কাবেরী। নর্মদা নামও সংস্কৃত "হ্রদ" শব্দ থেকে উৎপত্তি।

আবার কোথাও দেখা যায়, একই নদীর দুই প্রকার (অর্জিত ও আরোপিত) নামই রয়েছে এবং আরোপিত নাম গুরুত্বের দিক থেকে প্রাচীন অর্জিত নামকে ছাপিয়ে গিয়েছে। এরকম অর্জিত ও আরোপিত, যৌথ নামের উদাহরণ যেমন গঙ্গা (অর্জিত) ও নিম্ন প্রবাহে ভাগীরথী ও পদ্মা (আরোপিত) নদী। জলঢাকা (অর্জিত) ও নিম্ন প্রবাহে তার তিনটি আরোপিত নাম যথা মানসাই, সিঙ্গিমারী ও ধরলা। রায়ঢাক (অর্জিত) ও দুধকুমার (আরোপিত)। সংকোশ (অর্জিত) ও গঙ্গাধর (আরোপিত)।

আবার আরোপিত নদীনাম যে সর্বদা কাল্পনিক নাম হবে, তাও ঠিক নয়। যেমন মেদিনীপুরে শিলাবতী নদী। শিলা বা নুড়ি বহন করে তাই নাম শিলাবতী। আরোপিত (Imposed) নাম হলেও তা কাল্পনিক নয় বস্তুভিত্তিক। তেমনি দার্জিলিং জেলায় বালাসন নদী। বালির আধিক্য তাই বালাসন। সুবর্ণরেখা নদী, যে নদীতে বা নদীর বালিরাশিতে সোনার কণা পাওয়া যায়। আরোপিত হলেও এ নাম বস্তুভিত্তিক। রামায়ণে বর্ণিত অযোধ্যার সেই সরযূ নদী। সরযূ অর্থ যার স্রোত আছে বা যা স্রোতস্বিনী। আরোপিত নাম হলেও এই নদীনাম গুলি মূলত নদীর চারিত্রিক নাম।

তেমনি বঙ্গে প্রবাহিত মাথাভাঙ্গা, ইছামতী, জলঙ্গি, পাগলা, প্রভৃতি অর্থপূর্ণ চারিত্রিক বা চরিত্রগত নদীনাম। নদী তার গতি পরিবর্তন করে. বিশেষ করে বর্ষা ও বন্যার পর দেখা যায় নদী তার পুরানো খাত থেকে সরে গিয়ে অন্য খাতে বইছে। সেভাবে ইছামতী নদী, পাগলা নদী, এসব অর্থপূর্ণ নদী নামের উৎপত্তি ঘটেছে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের করতোয়া নদীর নামেরও উৎপত্তি নির্ণয় করা যায়। 'তোয়া' শব্দটি সংস্কৃত স্রোত বা স্রোতা শব্দের তদ্ভব রূপ। সম্ভবত খরস্রোতা শব্দ আঞ্চলিক ভাষায় দীর্ঘ বিবর্তনে করতোয়া শব্দে পরিণত হয়েছে। চারিত্রিক নামের মধ্যে ব্যাপক বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। এবিষয়ে বাংলাদেশের বরিশাল জেলার কীর্তনখোলা নদীর নাম উল্লেখ্য। খুব প্রশস্ত এই নদীতে নৌকায় চেপে খোল বাজিয়ে কীর্তন করতে করতে গমন করতো তা থেকে কীর্তনখোলা নামের উৎপত্তি।

তুলনা বা উপমা মূলক নাম, যেমন ময়ূরাক্ষী নদী, কপোতাক্ষ নদ, প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য। গোমতী, গুমতি বা গোমতি নদী হল গঙ্গা নদীর একটি শাখা নদী। শব্দগত ভাবে গোমতী অর্থ যা গো বা গাভীর মতো পবিত্র। গো বা গাভী হিন্দুদের কাছে পবিত্র। হিন্দু পুরাণ অনুসারে, নদীটি হিন্দু ঋষি বশিষ্ঠের কন্যা। একাদশীতে গোমতিতে স্নান করে (হিন্দু বর্ষপঞ্জী মাসের দুটি চন্দ্র পর্বের একাদশতম দিন) পাপকে ধুয়ে ফেলে সম্ভব। গোমতী ভারতের এক প্রাচীন নদী।

তবে ভাষাবিদদের কাছে সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ হল ভারত তথা উপমহাদেশের সুপ্রাচীন পঞ্চনদের নামের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা। কাশ্মীর হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে পাঞ্জাব প্রদেশে সিন্ধু নদে মিশে যাওয়া সেই পঞ্চনদ যথা শতদ্রু, বিপাশা, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা ও ইরাবতীর সুপ্রাচীন ও সুকঠিন নামের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা খুবই কঠিন। ভাষাগত ও উচ্চারণে এই নাম গুলি সংস্কৃত সম। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় সরাসরি অর্থপূর্ণ নহে। সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ অনুসরণ করে বর্তমান প্রবন্ধে এর একটা প্রচেষ্টা করা যেতে পারে মাত্র। উল্লেখযোগ্য যে এই সুপ্রাচীন পঞ্চনদ সংস্কৃত ও স্থানীয় পাঞ্জাবী ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু আংশিক মিল যুক্ত নামে আখ্যায়িত ও পরিচিত। যথা শতদ্রু (সুতলেজ), বিপাশা (ব্যাস বা বেয়াস), বিতস্তা (ঝিলম), চন্দ্রভাগা (চেনাব) ও ইরাবতী (রাভি)।

ঋগ্বেদে, বৈদিক সংস্কৃতে শুতুদ্রী নামে এক নদীর নাম পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন যে এই নামটাই সময়ের চলার পথে শতদ্রু এবং অপভ্রংশ হয়ে স্থানীয় পাঞ্জাবী ভাষায় শতলুজ বা সুতলেজ নামে পরিচিত হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণের দৃষ্টিতে "দ্রু" শব্দটি দ্রুত বা তীব্রতা বোধক। আবার শুতুদ্রী অর্থে যা তীরের মতো বেগে চলে, এরকম ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

বিপাশা শব্দের রূপক অর্থ হতে পারে যে নদীর কুল (পাশ) বা কিনারা নেই (বি+পাশা)। পাঞ্জাবীতে এই নদী ব্যাস বা বেয়াস নাম পরিচিত। এই ব্যাস শব্দের অর্থ ব্যবধান (দুই কুলের মধ্যে) হতে পারে। বিতস্তা শব্দটিকে সংস্কৃত ব্যাকরণের দৃষ্টিতে দু ভাবে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস করা যেতে পারে। বিতস্তা শব্দের অর্থ হতে পারে যে নদী বিশেষ স্রোত বিশিষ্ট (বি+স্রোতা)। বা যা বিশেষ স্রোত সম্পন্ন। আরেক ভাবে বিত হয়েছে স্রোত যাহার (বিত+স্রোতা)। পাঞ্জাবীতে বলা হয় ঝিলাম যা সংস্কৃত জলম বা ঝিল (LAKE) শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়ে থাকতে পারে।

চন্দ্রভাগা শব্দটি পুরো সংস্কৃত শব্দ। বাঁকা চাঁদ (CRESCENT) থেকে এই নামের উৎপত্তি হয়ে থাকতে পারে। পাঞ্জাবীতে চেনাব শব্দটি চন্দ্রভাগার তদ্ভব (CORRUPT) রূপ। সবশেষে ইরাবতী শব্দটিকে দু ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সংস্কৃত ইরা অর্থ বাঁ দিক (LEFT)। যা বাঁ দিকে বাঁক নেয় তাই ইরাবতী। অথবা ঐরাবত (ELEPHANT) থেকে ইরাবতী উৎপত্তি হতে পারে, এর বিশাল আকৃতির জলরাশির জন্যে। এই সুপ্রাচীন পঞ্চ নদের নাম গুলি সরাসরি সংস্কৃত শব্দ না হলেও এই নাম গুলি সংস্কৃত উচ্চারণ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সংস্কৃত "নদী" শব্দের উৎপত্তি 'নাদ' (Sound or শব্দ) থেকে। নদী অর্থে শব্দবতী। অথবা যা শব্দ করে বহে তাই নদী। অন্যদিকে ইংরেজি রিভার (River) শব্দের উৎপত্তি লাতিন রেপার (Reaper) শব্দ থেকে। অর্থাৎ যা একটি ভূখন্ডকে কেটে ফালি করে যায় বা প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ সংস্কৃত নদী শব্দটি মূলত ধ্বনিগত এবং লাতিন বা ইংরেজি রিভার শব্দটি চরিত্রগত।

হিমালয় সংলগ্ন উত্তর ভারতে ও উত্তরবঙ্গের নদী স্রোতযুক্ত ও শব্দযুক্ত। তাই নদীস্রোতের বা জলপ্রবাহের শব্দ থেকে বহু নদীর নামের উৎপত্তি হয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বিষয়টি সুস্পষ্ট রূপে প্রমান হয়। তোর্সা ও তিস্তা নদীর নামও শব্দ থেকে এসেছে। "তোর্ষা" নদীকে স্থানীয়রা বলে টোর্সা। বর্ষা ও বন্যার সময় তীব্র স্রোত ও পাথরকুচির সংঘর্ষে 'টস টস' বা 'টরস টরস' শব্দ উৎপন্ন হয়, তা থেকে 'টোরসা' বা 'তোর্সা' নামের উৎপত্তি। তুলনায় তিস্তার জল অনেক শান্ত ও গভীর। 'টিস্ টিস্' বা 'তিস তিস' ধ্বনি বা শব্দ থেকে "তিস্তা" নামের উৎপত্তি। কিছু সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে 'ত্রিস্রোতা' নদী থেকে 'তিস্তা' নদী নামের উৎপত্তি অনুমান করা হয়েছে। ভাষাগত ও উচ্চারণগত মিল থেকে এরকম অনুমান করা হয়েছে। কিন্তু তা ঠিক নয়। কারণ কোনো নদীতে তিনটি স্রোত থাকতে পারে না। 'তিস, তিস' শব্দে বহে, তাই তিস্তা নদী। অন্যান্য নদ-নদীর নামের সঙ্গে সামগ্রিক বিচারে এব্যাখ্যা অনেক বেশি গ্রহনযোগ্য মনে হয়।

'কল্লোলিনী' বা 'কলকল-ধ্বনি' শব্দ থেকে কালচিনি হয়ে 'কালজানি' (নদী) নামের উৎপত্তি।'কালজানি' নদীর তীরে রয়েছে 'কালচিনি' গ্রাম। তীব্র জলস্রোতে 'কশ কষ' ধ্বনি বা আওয়াজ থেকে "সংকোশ" নদীর নামের উৎপত্তি। বর্ষাকালে তীব্র স্রোত ঢাকের বাদ্য যেমন শব্দ উৎপন্ন করে তাই নাম হয় রায়ঢাক নদী।

নেপাল বিহার সীমান্তে ঘর্ঘরা বা ঘড়ঘড়া, গণ্ডক ও কোশি নদীর নামও শব্দ থেকে উৎপত্তি। "গড়" "গড়" ধ্বনি বা শব্দ থেকে "গণ্ডক" এবং "কশ" "কশ" ধ্বনি বা শব্দ থেকে "কোশি" নামের উৎপত্তি। 'ঘড়' 'ঘড়' ধ্বনি বা শব্দ থেকে ঘর্ঘরা নামের উৎপত্তি। নিম্নে ভারতের তথা উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন নদ-নদী সমূহের নামের তুলনামূলক সারণি দেওয়া হলো।

জলপ্রবাহের শব্দ বা ধ্বনি ও তার থেকে সৃষ্ট (হিমালয় সংলগ্ন উত্তর ভারতের) অর্জিত নদ-নদী নামের (Acquired Tonal River Names) সারণি: -

১."কলকল" শব্দে বহে তাই কুলিক নদী (রায়গঞ্জ, দিনাজপুর জেলা)।
২."ঢক ঢক" শব্দে বহে তাই জলঢাকা নদী (জলপাইগুড়ি)।
৩. "ঢক ঢক" বা ঢাকের মতো শব্দ থেকে উৎপত্তি রায়ঢাক নদী (উত্তরবঙ্গ) ।
৪. ঢক ঢক" শব্দ থেকে উৎপত্তি ঢাকসি নদী (কোচবিহার)।
৫. "ঘড় ঘড়" শব্দে বহে তাই ঘড়ঘড়িয়া নদী (কোচবিহার) ।
৬. "গং গং" বা গম গম শব্দে প্রবাহিত হয় তাই গঙ্গা নদী।
৭. 'জমজম', 'যমযম' বা 'ঝমঝম' শব্দ থেকে 'যমুনা' নদী নামের উৎপত্তি।
৮. 'টিস্ টিস্' বা 'তিস তিস' ধ্বনি বা শব্দ থেকে "তিস্তা" (উত্তরবঙ্গ) নদী নামের উৎপত্তি।
৯. 'টস টস' বা 'টরস টরস' শব্দ উৎপন্ন হয়, তা থেকে টোরসা বা তোর্সা (কোচবিহার) নদী নামের উৎপত্তি।
১০. 'কল্লোলিনী' বা 'কলকল-ধ্বনি' থেকে কালচিনি হয়ে 'কালজানি' নদী (আলিপুরদুয়ার) নামের উৎপত্তি।
১১. 'কশ কষ' ধ্বনি বা আওয়াজ থেকে "সংকোশ" (আলিপুরদুয়ার) নদী নামের উৎপত্তি।
১২. "গড় গড়" ধ্বনি বা শব্দ থেকে "গণ্ডক" নদী (নেপাল-বিহার) নামের উৎপত্তি।
১৩. "কশ কশ" ধ্বনি বা শব্দ থেকে "কোশি" নদী (নেপাল-বিহার) নামের উৎপত্তি।

১৪. ‘ঘড় ঘড়’ ধ্বনি বা শব্দ থেকে “ঘর্ঘরা” নদী (নেপাল-বিহার) নামের উৎপত্তি।

আরোপিত-তুলনাত্মক বা উপমামূলক নদী নামের সারণি: তুলনা বা উপমা মূলক নাম, যেমন:

১. ময়ূরাক্ষী নদী, কপোতাক্ষ নদ, প্রভৃতি।
২. গোমতী নদী অর্থ যা গো বা গাভীর মতো পবিত্র।

আরোপিত-বস্তুগত নদী নামের সারণি:

১. মেদিনীপুরে শিলাবতী নদী। শিল বা নুড়ি পাথরের আধিক্য তাই শিলাবতী নদী।
২. দার্জিলিং জেলায় বালাসন নদী। বালির আধিক্য তাই বালাসান নদী।
৩. সুবর্ণরেখা নদী, যে নদীতে বা নদীর বালিরাশিতে সোনার কণা পাওয়া যায়।
৪. সরযূ নদী। সরযূ অর্থ যার স্রোত আছে বা যা স্রোতস্বিনী।

আরোপিত-চরিত্রগত নদী নামের সার: মাথাভাঙ্গা নদীনামের উৎপত্তি যখন নদী বন্যার সময় গতিপথ পরিবর্তন করে কোনো পার্শবর্তী ভূখণ্ডের মাথা (Front Part) ভেঙে দিয়ে যায়। যেমন:

১. ইছামতি নদী অর্থ যে নদী বার বার ইচ্ছে মতো তার গতি পরিবর্তন করে।
২. পাগলা নদী অর্থ যার গতিপথ বদলের ঠিক নেই।

আরোপিত-দৈবিক বা পৌরাণিক নদী নামের সারণি: হিন্দু দেব-দেবীর নামে বহু নদ-নদীর নাম পাওয়া যায়। যেমন দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণা, গোদাবরী, বাংলাদেশের ভৈরব নদ প্রভৃতি। শাস্ত্রে বর্ণিত নানা দৈবিক চরিত্রের নামেও নদ-নদীর নাম পাওয়া যায়। যেমন মনসা মঙ্গলে বর্ণিত বেহুলা চরিত্র অনুসারে বেহুলা নদী। এছাড়া ভাগীরথী, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি।

তথ্য সূত্র:

1. সংস্কৃত ভাষায় ‘যমুনা‘ নামটির অর্থ ‘যমজ‘। গঙ্গা নদীর সমান্তরালে এই নদীর প্রবাহ বলে যমুনার এই নামকরণ। বৈদিক যুগে (১৭০০ – ১১০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) রচিত ঋগ্বেদের একাধিক স্থানে ‘যমুনা‘ নামটির উল্লেখ পাওয়া যায়। উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে, - https://bn.wikipedia.org/wiki, (Accessed on 06.02.22)।
2. 2. The name Yamuna seems to be derived from the Sanskrit word "yama", meaning 'twin', and it may have been applied to the river because it runs parallel to the Ganges. Cited in Wikipedia- https://en.wikipedia.org › wiki › Yamuna, (Accessed on 08.10.21)।
3. Ganges from Sanskrit गङ्गा (gáṅgā), literally “swift-goer”, Cited in Wiktionary- https://en.wiktionary.org › wiki › Ganges (Accessed on 08.10.21)।
4. সংস্কৃত ভাষায় ব্রহ্মপুত্রের অর্থ ‘ব্রহ্মার পুত্র‘। এজন্য একে ‘ব্রহ্মপুত্র নদ‘ বলা হয়। ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব নাম ছিল লৌহিত্য, - https://bn.wikipedia.org/wiki, (Accessed on 06.04.22) ।
5. ভারতের নদ-নদী, অরিজিৎ সিংহ মহাপাত্র, মিশন জিওগ্রাফি ইন্ডিয়া ম্যাগাজিন, ভূগোলিকা, (Accessed on 06.08.22) ।
6. প্রকৃতপক্ষে নদীটির বাংলা নাম তিস্তা এসেছে ত্রিস্রোতা বা তিন প্রবাহ থেকে।
   - https://bn.wikipedia.org/wiki, (Accessed on 06.01.22)
7. “আমাদের এই নদীর নামটি”, সুপ্রতিম কর্মকার, আজকাল পত্রিকা, কলকাতা, রবিবার ৭ এপ্রিল, ২০১৯।